চেয়ারম্যান চারু

চেয়ারম্যান বলতে চারু। তার মতন চেয়ারম্যান হয় না আর।

চেয়ারম্যানগিরিতে তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে পারতুম না কেউ আমরা।

কিন্তু তার চেয়ারম্যানিতে বাধা পড়লো একদিন।

আমাদের পাড়ার ডাক্তারবাবু এসে হানা দিলেন আমাদের ইস্কুলে।

'আপনাদের ইস্কুল বিল্‌ডিং বাড়াচ্ছেন নাকি, মাস্টারমশাই?' জিজ্ঞেস করলেন হেডমাস্টারবাবুকে এসে।

'কই না ত। কে বললে একথা আপনাকে?' হেডমাস্টারমশাই একটু যেন বিস্মিতই।

'আপনার ইটের ভারী দরকার পড়েছে—দেখছি কিনা!'

'ইটের দরকার! আমার!' হেডমাস্টার ও হতবাক।

'আমার বাড়িটা পাকা করছি, লক্ষ্য করেছেন বোধ হয়?' ডাক্তারবাবু জানান, 'সেজন্য রাস্তার ধারে ইটের পাঁজা খাড়া করা রয়েছে—সেই ইটের পাঁজা থেকে আপনার ইস্কুলের ছেলেরা—তা, দু একখানা নয়—একশ দুশ ইট তুলে নিয়ে আসছে। এক আধদিন না, রোজ। ইস্কুলে আসার পথেই নাকি সারছে কাজটা।'

'বলেন কি এমনটা হতেই পারে না।' বললেন হেডমাস্টারমশাই, 'আমার ইস্কুলের ছেলেরা তেমনধারা নয়। নিজের চোখে দেখেছেন আপনি?'

'কি করে দেখব?' সারাদিন তো কল সামলাতেই ব্যস্ত—দূর দূর

গাঁয়ের কল। তা ছাড়া এখানকার সরকারী ডিস্‌পেনসারিতে গিয়ে বসতে হয় একসময়। সময় কোথায় এসব দেখার বলুন! তবে শুনলাম আমার পাড়াপড়শীর মুখেই।'

'শোনা কথায় কদাপি বিশ্বাস করবেন না। আগে নিজের চোখে দেখবেন তারপর বলবেন।' সার কথা বলে দিলেন হেডসার।

'নিজের চোখে দেখলে কি আর রক্ষে থাকবে মশাই? বলতে আসব আপনার কাছে? এক একটাকে ধরব—আর ধরে ধরে টিটেনাস-এর ইনজেকশন দিয়ে দেব।...'

'টিটেনাস-এর ইনজেকশন! সে কি আবার!' সেকেণ্ডমাস্টার কথা পাড়েন মাঝখানে।

'ইটে হাত-পা ছড়ে গেলে তাই দেয়া নিয়ম তো। ঐ টিটেনাসের ইনজেকশন! ইট নিয়ে খেলাধুলা করতে গেলে হাত-পা তো ছড়বেই। আপনারা গেম-ফি তো নেন ঠিকই—কিন্তু ওদের খেলাধুলার ব্যবস্থা করেন না তো! তাই বাধ্য হয়েই ওদের ইট-পাটকেল নিয়েই খেলতে হয়। ইট দিয়েই বল খেলে বোধ হয়। আর বাধ্য হয়েই আমাকে ঐ ইনজেকশন দিতে হবে তাদের।...'

'হাত-পা না ছড়লেও?' আমরা কয়েকটি ছেলে সেখানে দাঁড়িয়েছিলাম —প্রশ্নটা তুললাম আমিই।

'হ্যাঁ, না ছড়লেও। প্রিভেন্‌শন ইজ বেটার দ্যান কিওর। বলে থাকে শোনোনি নাকি?' বলে তিনি হাঁফ ছাড়লেন—'কিংবা ..'

'কিংবা?' চারু শুধোয় এবার।

কিংবা এক একটাকে ধরে হাঁ করিয়ে খানিকটা কুইনিন পাউডার তুলে মুখে ভরে দিলেও হবে। ব্যায়রাম সারবে নির্ঘাৎ। কুইনিনে পালা জ্বরও সেরে যায়। ইট সরানোর পালাও সারবে।' বলে তিনি আর দাঁড়ালেন না। আরেকটা কল সামলাতেই সাইকেল চেপে বুঝি উধাও হলেন আর কোথাও।

আমি বাঁকা চোখে তাকিয়ে দেখলাম, কুইনিনের কথায় চারুর মুখটা কেমন যেন হয়ে গেল। ঠিক চারুতার প্রদর্শনী তাকে যেন বলা যায় না।

পরদিন ইস্কুলে আসার সময় ডাক্তারবাবুর রাস্তা ধরে আসছি—ইটের পাঁজার পাশ দিয়ে।

চারু বলল···'নে নে সবাই দুখান করে ইট তুলে নে।'

'কুইনিনের কথাটা ভুলে গেলি এর মধ্যেই?' মনে করিয়ে দিই আমি। —'পালা জ্বরও পালায়, জানিস?'

'আগে অঙ্কের স্যারকে তো সামলাই। কুইনিন তারপর,' বলল চারু, 'আজ আবার আমার হোমটাসকই হয়নি। অঙ্ক কষবার সময়ই পেলাম না ভাই!'

এদিক ওদিক তাকিয়ে কোথাও ডাক্তারের টিকি না দেখে পুঞ্জীভূত ইটের থেকে হাতসাফাই করলাম সবাই।

'এত এত ইট নিয়ে কী হয়' ইট হস্তে আমি বলি, রোজ রোজ এত ইটের কী দরকার? ইটগুলো তো পড়েই আছে ইস্কুলের পেছনে। ঘাটের পাড়টায়। সেইগুলোই কি কাজে লাগানো যায় না?'

ঘাটের পাড়ে ময়লা পাঁকের মধ্যে পড়ে আছে—সেই সব ইট?' প্রতিবাদ করে চারু: 'হাইজীনে কী বলে? ওগুলো কি এর মধ্যেই বীজাণুঘটিত হয়ে যায়নি। তাছাড়া সারা রাত শেয়াল কুকুরে মুখ দিচ্ছে…'

'শেয়াল কুকুর কি ইট খায় নাকি রে?'

'না থাক্, ইটের ওপর প্রাতঃকৃত্য করতে পারে তো! ছিঃ ছিঃ!'

'বেয়ারাটা যে কেন ক্লাসের থেকে ইটগুলো নিয়ে যায় রোজ রোজ! ফেলে আসে ঘাটের পাড়টায়।' আমার অনুযোগ, কাকে যে, তা ঠিক বোঝা যায় না।

'বাঃ, তাকে ইস্কুলের জঞ্জাল সাফ করতে হবে না? ক্লাসরুম পরিষ্কার করতে হবে তো রোজই।' জানায় জগবন্ধু 'তা ভালোই করছে একরকম। ঘাটের পাড়ে পড়ে পড়ে জমা হয়ে পাঁকালো ঘাটটা সান-বাঁধানো পাকা হয়ে উঠছে ক্রমে ক্রমে।'

'আমি যদি বড়ো হই কোনো দিন—বড়ো তো হবই…বলে চারু, 'তা হলে এখানকার মুন্সীপালীর চেয়ারম্যান হয়ে—সত্যিকারের চেয়ারম্যান—ঐ ঘাটের নাম রাখবো চারু সরোবর আর ডাক্তারের ইটের দৌলতে বানানো হয়েছে বলে ঘাটটার নাম হবে ডাক্তারঘাটা। ঐ ডাক্তারবাবু সেদিন এসে হাসতে হাসতে ঘাটের উদ্বোধন করবে বিরাট সভায়।'

হ্যাঁ, এর মধ্যে মুখপোড়া ডাক্তারটা যদি হাতেনাতে আমাদের না পাকড়াতে পারে।' বলতে হয় আমাকে।

'আর পাকড়ে ধরে বেঁধে যদি একতাল কুইনিন না খাইয়ে দেয়—'

'কিংবা ইটেনাস ইনজেকশন'…বলে বিষ্টু স্কুল।

'ইটেনাস নয়, টিটেনাস।' আমি ওকে শুধরে দিই।

জগবন্ধু যোগ দেয়, 'আর ওই দুয়ের বদলে ভুলে জোলাপ দিয়ে দিলেই তো হয়েছে! তা হলে দিনভোর প্রাতঃকৃত্য করতে করতেই আমাদের টেঁসে যেতে হবে শেষটায়!'

অঙ্কের ঘণ্টার স্যার আসতেই আমরা যেন গিইয়ে পড়ি। কেমন যেন অসাড় বোধ করি সব্বাই!

কিন্তু জীবন অসার বলে বোধ হলেই ইস্কুল তো আর অসার হয় না। অন্তত অঙ্কের স্যার ছাড়া ইস্কুল ভাবাই যায় না কখনো।

অঙ্কে কেউই আমরা তেমন পাকা নই। আমি তো কাঁচকলার মতোই কাঁচা। অঙ্কের সারকে দেখলেই আমার বুক কাঁপতে থাকে।

অঙ্কের স্যার এসেই টেবিলের ওপর সপাৎ করে বেতটা নামিয়ে বললেন—'দেখি তোমাদের হোমটাস্ক।'

যারা যারা করে এনেছিল টেবিলের উপর জমা রাখল খাতা। চারু মোটেই নড়ল না, বেঞ্চে নিজের জায়গাটিতে জমাট হয়ে রইল।

'তোমার খাতা কই?' অঙ্কের স্যার শুধালেন।

'সময়ই পেলাম না স্যার আঁক কষবার।' বলল চারু, 'তা হলে চেয়ার হবো? হই?'

'টাস্ক যখন করোনি তখন তো হতেই হবে চেয়ার।' অঙ্কের স্যার বললেন।

বলতে না বলতে চারু তৈরি। চেয়ার হয়ে বসেছে।

না, চেয়ারে বসেনি ঠিক। তবে চেয়ারে বসলে যেমনটা হয় প্রায় সেই রকমই —কেবল, চারুর তলায় কোনো চেয়ার নেই এই যা। নিজেই সে যেন একটা চেয়ার! একেবারে পারফেক্ট!

চেয়ারম্যান বলতে চারু! আমরা অবাক হয়ে নিখুঁতভাবে উপবিষ্ট চারুর সেই চেহারার দিকে তাকিয়ে থাকি। আর মনে মনে তারিফ করি তার। এমন স্কচারু আর হয় না।

চেয়ার হয়ে দু হাত পেতে বসে চারু—কনুই দুমড়ে হাত দুটো উঁচু করে। তার প্রসারিত দুই হাতের তেলোয় দুখানা ইট বসিয়ে দিই। হ্যাঁ, মুক্তহস্তে ইট নিতে চারু ওস্তাদ! দু-হাতে দুখানা থান ইট ধরে কী করে যে সে ভারসাম্য বজায় রাখে সেই জানে!

আমরা তো এমনিতেই উল্টে পড়ি—ইট হাতে না নিয়েই।

'এতো প্র্যাকটিস করো তবু অঙ্ক ঢোকে না তোমার মগজে! আশ্চর্য!' বলে ঘণ্টা পড়তেই তিনি বেরিয়ে যান ক্লাস থেকে।

আমরাও একে একে উঠে পড়ি। চারু কিন্তু চেয়ার হয়েই বহাল থাকে। উঠবার নামটি নেই।

'স্যার চলে গেছেন রে! বসে আছিস যে তবু?' আমরা বলি। ও কিন্তু চেয়ারম্যানি ছাড়তে চায় না। পরের স্যার না আসার আগে অবধি অমনিভাবে বসে থাকে ঠায়।

বেশ লাগছে আমার।' বলে চারু, 'বোধ হচ্ছে এটা কোন উচ্চাঙ্গের যৌগিক ব্যায়াম হবে—ভারী ফুর্তি লাগছে ভাই!'

'তা হলে আমারও একটু ফুর্তি লাগুক!' বলে আমি এগিয়ে যাই—'তোর চেয়ারে তা হলে বসি আমি একটুখানি আরাম করে।'

'বসতে পারিস স্বচ্ছন্দে। সাবধানে বসিস কিন্তু। চেয়ারের পেছনদিকের পায়া দুটো নেই মনে রাখবি। হেলান দিসনি যেন।'

কিন্তু অত কথা মনে রাখলে চেয়ারে আরাম করে বসা যায় না। চেয়ারে হেলা করে হেলান না দেয়ার কোন মানে হয় না। আর চেয়ারে বসে যদি আরাম না হলো তো হলো কি!

'কেন, তুই তো বেশ আরাম করেই বসেছিস—আকাশে হেলান দিয়ে।' আমি বললাম, 'আমিও অমনি আরাম করেই বসলাম না হয়।'

কিন্তু চেয়ারের পিঠে এলিয়ে বসতে গিয়ে দুজনেই চিতপটাত!

'চেয়ারম্যানের উপরে চেয়ারম্যান নিয়ে প্র্যাকটিস করিনি তো কখনো। বলে একটু বোকার মতন হাসে অপ্রতিভ চারু। নিজে উঠে আমাকেও তোলে মাটির থেকে।

'এমনি হয় না রে, রিহার্সাল দিতে লাগে। অনেক কসরত করতে হয় আগে। নইলে স্টেজে গিয়ে কি কেউ কখনো পার্ট করতে পারে ভালো করে?'

'তোর পার্ট তুই জানিস! আমার তো হার্টফেল করছিল।' গায়ের ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে বলি।

পরদিন সাত-সকালে চারুর বাড়ি গেছি—ওর খাতার থেকে আজকের

'কিসের খুঁত ?'

'ইট এনে রেখেছি, কিন্তু হাতের ওপর বসিয়ে দেবার লোক পাচ্ছি নে কাউকে। ভারসাম্য থাকছে না তাই। নিখুঁতটি হচ্ছে না ঠিক !···তুই এসে ভালোই হলো, ইট দুটো আমার হাতে চাপিয়ে দে না ভাই !'

আমি ওর দুহাতে ইট দুখানা ধরিয়ে দিয়ে বলি—'ভালো শখ তো ! এমনি এমনি সাধ করে কেউ চেয়ার হতে যায় নাকি !'

'আগের থেকে রিহার্সাল না দিলে কেউ স্টেজে গিয়ে দাঁড়াতে পারে কখনো ? বাড়ি এসে প্রাকটিস না করলে আমিও তোদের মতন উলটে পড়তাম কেলাসে, চাবুক খেতে হোতো আমাকেও ! চাবুকে আমার ভারী ভয় ভাই। তাই দু'বেলাই প্র্যাকটিস করতে হয়। পড়বো, অঙ্ক কষবো কখন !'

'তোর খুরে খুরে দণ্ডবৎ !' বলে ওর চেয়ারের দুই খুরোয় হাত ছোঁয়াই খুড়তুতো পায়ার ধুলো মাথায় নিয়ে ফিরে আসি।

Chairman Charu by Shibram Chakrabarti

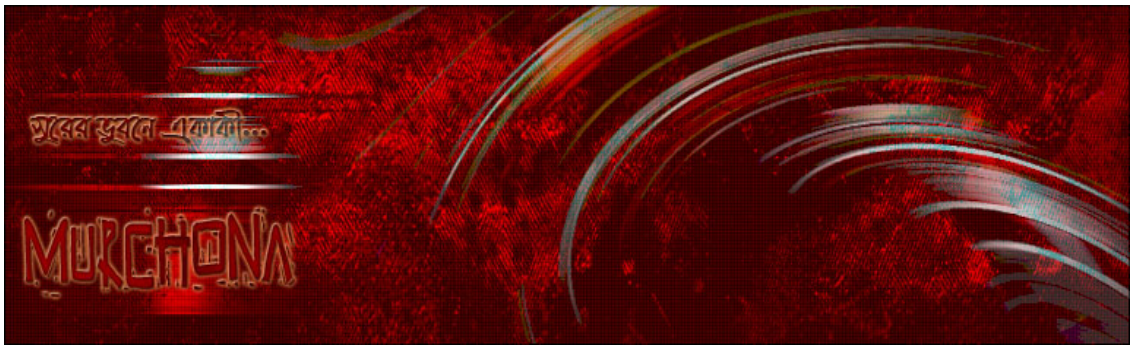

For More Books & Muzic Visit www.MurchOna.com
MurchOna Forum : http://www.murchona.com/forum
suman_ahm@yahoo.com
s4suman@yahoo.com